সংবাদ

তারিখ ... 5 OCT 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ কলাম ... ৫ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘাড়ে ৭ হাজার মামলা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের দায়ের করা ৭ হাজার মামলা এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘাড়ে ঝুলছে। প্রয়োজনীয় আইনজীবী নিয়োগ না দেয়ায় এসব মামলা পরিচালনা করতে সমস্যায় পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে দিনের পর দিন এসব মামলা ঝুলে থাকছে। অন্যদিকে প্রতিদিনই মামলার সংখ্যা বাড়ছে। আর মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় একদিকে মামলা দায়েরকারী শিক্ষকরা, অন্যদিকে মন্ত্রণালয় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। এছাড়াও অযথা সময় ক্ষেপণ হচ্ছে।

শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান 'সংবাদ'কে জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা সম্পর্কে আইনি পরামর্শ দিতে শিগগিরই একজন আইনজীবী নিয়োগ করা হবে। এতে মামলা পরিচালনা সহজ হবে। একই সঙ্গে মামলার সংখ্যাও কমবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা অধিকাংশ মামলাই হয় শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি বাতিল করার বিরুদ্ধে রিট মামলা। এছাড়াও শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করা, বিভিন্ন অপরাধ করার কারণে বেতন বন্ধ করে দেয়া- এসবের বিরুদ্ধেও শিক্ষকরা মামলা করে থাকেন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোন না কোন জেলায় এরকম মামলা দায়ের করা হচ্ছে। গড়ে প্রতি মাসে ২০ থেকে ২৫টি মামলা দায়ের করা হচ্ছে। আর প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে এসব মামলা পরিচালনা করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

জানা গেছে, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়মনীতি অমান্য করে জনবল নিয়োগ করে। পরে এসব নিয়োগের মধ্যে অনিয়ম ধরা পড়লে নিয়োগ বাতিল করা হয়। এছাড়াও রাজনৈতিক কারণসহ বিভিন্ন কারণে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেয়া হয়। পরে তদন্ত করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ম না মেনে জনবল নিয়োগ বাতিল করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে অনিয়ম খুঁজে পেলে সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এসব কিছুর বিরুদ্ধেই স্কুল কর্তৃপক্ষ অথবা শিক্ষকরা মামলা দায়ের করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মামলার বিবাদি করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব

মামলা : পৃ: ২ ক: ৭

মামলা : শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অথবা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে।

জানা গেছে, আদালত থেকে এসব মামলার ব্যাপারে নোটিশ পেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মামলার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তুতি নেয়। বিভিন্ন জেলায় দায়ের করা মামলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং ঢাকায় দায়ের করা রিট মামলাগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরিচালনা করা হয়।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোন আইনজীবী না থাকায় মামলা পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কয়েক মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একজন আইনজীবী নিয়োগের জন্য আইন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়। শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান 'সংবাদ'কে জানান, আইনজীবী নিয়োগের ব্যাপারে আমরা অর্থ ও আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেয়েছি। এ প্রেক্ষাপটে একজন আইনজীবী নিয়োগের জন্য এটর্নি জেনারেল অফিসকে চিঠি দেয়া হয়েছে। শিগগিরই আইনজীবী নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নিয়োগকৃত আইনজীবীর মাসিক সম্মানী হবে ১৫ হাজার টাকা।